মহাকবিনাঅশ্বঘোষেণ প্রণীতম্

বুদ্ধচরিতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

সম্পাদনা

ড. অলকা চক্রবর্ত্তী

(এম. এ., বি. এড্. , পি-এইচ্. ডি. কাব্যতীর্থ)

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

কথামুখ

বেদ ও বর্ণাশ্রমশাসিত আর্য সমাজের প্রথম বিদ্রোহী সন্তান গৌতম বুদ্ধ। অপূর্ব সে জীবন কাব্য। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, স্নেহময় পিতা শুদ্ধোদন, রূপে গুণে অতুলনীয়া পত্নী গোপা, শিশুপুত্র রাহুল, রাজপ্রসাদে বিলাসের অজস্র আয়োজন—এরই মধ্যে যুবক সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মূল সমস্যার।

রাজপুত্রের বিবাহের পর মহাসম্পদের মধ্যে পরমানন্দে তেরোটি বৎসর কাটলো। তাঁর বয়স তখন পরিপূর্ণ ঊনত্রিশ বৎসর। শৃঙ্খলিত হস্তীর চিত্ত যেমন অরণ্যের দিকে ধাবিত হয়, রাজকুমারের মনও সেই রকম মায়ার বন্ধন কাটাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। তিনি উদ্যান ভ্রমণে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন পিতার কাছে। সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিলেন শুদ্ধোদন। সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে দিব্যযান সদৃশ রাজরথে আরোহণ করে উদ্যান অভিমুখে যাত্রা করলেন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। যুবরাজ দর্শনের প্রতীক্ষায় দর্শকেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রাজপথের দুইপাশে। জয়ধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে যুবরাজের রথ। প্রজাদের পূর্ণ আনন্দ দেখে তৃপ্তহৃদয় কুমার প্রাসাদে ফিরবেন। এমন সময় দৃষ্টিপথে পড়ল শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ, বক্রদেহ, ক্লিষ্ট মুখ, কুঞ্চিত ললাট, দৃষ্টি কোটরগত। অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে। বিস্মিত রাজকুমার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন—সৌম্য! কে এই পুরুষ? এর কেশরাশি ও দেহ আমাদের মত নয় কেন? সারথি উত্তর দিলেন—'দেব! ইনি একজন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি। জরা যৌবনকে ধ্বংস করে। ইনি বলবীর্যহীন অথচ যৌবনে ইনি ক্রীড়ারত জীবন যাপন করেছেন। জরা যৌবনকে ধ্বংস করে। জগতের সকল মানুষেরই এই পরিণতি।' বিষণ্ণমনে সিদ্ধার্থ ফিরে এলেন প্রাসাদে। পৃথিবীর সমস্ত ভোগসুখ নিরর্থক মনে হল তাঁর কাছে।